115

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... MAY 29 1999
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও বিজ্ঞান চর্চা

আর মাত্র এক বছর বাদে আমাদের দাঁড়াতে হবে একবিংশ শতাব্দীর মুখোমুখি। কিন্তু এই ঘুনেধরা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে দাঁড়াতে হবে মনে হলে যে কোন বিবেকবান মানুষ শিউরে উঠবেন নিশ্চয়। স্কুলগুলোর কথা না হয় বাদ দিলাম, কিন্তু অধিকাংশ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভুলবো কেমন করে? যেখানে বিশ্বসমাজ প্রস্তুতি নিচ্ছে নিত্য-নতুন প্রযুক্তি আর নিজস্ব কৌশল নিয়ে নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়; সেখানে আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার নামে চলছে ভয়াবহ প্রহসন। বিজ্ঞান যে শুধুমাত্র নোট খাতা আর ফটোকপিতে সীমাবদ্ধ নয় তা আজ কে কাকে বোঝাবে? বলাই বাহুল্য দেশের শিক্ষকরা, কোমলমতি ছেলে-মেয়েদের মনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহল জাগাতে ব্যর্থ হচ্ছেন। আর কৌতূহলী হতে ব্যর্থ হয়ে এই সব ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়ে মহাফ্যাসাদে। ধুঁকতে ধুঁকতে কোন রকমে হয়তো পৌঁছায় কলেজ পর্যন্ত; ব্যস ঐ পর্যন্তই। ব্যবহারিক পর্যায়ে বিজ্ঞান চর্চা আজ বিলুপ্ত প্রায়। স্কুল-কলেজের বিজ্ঞানাগারগুলো সাইনবোর্ড সর্বস্ব হয়ে গেছে। ছেলে-মেয়েদের পারতপক্ষে ল্যাবেঃ দেখা যায় না। তারপরও এমন কিছু সরকারী স্কুল আছে যেখানে বার্ষিক ম্যাগাজিনের ছবিতে স্টাইল দেয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ল্যাবে ঢোকানো হয়। প্রত্যেক বোর্ড পরীক্ষার সময় দেখা যায়, একশ্রেণীর অর্থলোভী পিয়ন মোটা অংকের টাকা কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে। অথচ তারা বিজ্ঞান চর্চার ভবিষ্যতের নিশ্চিত বিপর্যয়ের কথা একবারও ভাবে না। ভাবে না, আজকের ছাত্র-ছাত্রীরা আগামী দিনগুলোর ভবিষ্যৎ। এই অবস্থা আর কতকাল চলবে? এভাবে হাজারো মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর স্বপ্নের কবর আর কতকাল খুঁড়তে হবে আমাদের?' সেই দিন আর হয়তো দূরে নেই! যে দিন প্রাথমিক পর্যায়ে সাইন্স পড়াবার জন্য শিক্ষক আমদানীর এজেন্সী খুলতে হবে আমাদের।

—মোঃ আরিফুল আযম
পুরাতন কসবা, যশোর।